Re. 2.00
মূল্য ঃ ২ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : V Issue :XI,15th February,2017 মাঘ,১৪২৩,বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/ 46375

আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলী

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বস

২০১৬ সালে আর্ন্তজাতিক প্রবীন দিবসে শ্রী দেবেশ ভট্টাচার্য্যকে সম্মাননা প্রদান করছেন সহ-সভাপতি শ্রী রামরমণ ভট্টাচার্য্য।

ভারতের সংবিধান ও প্রজাতন্ত্র দিবস

ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছিল ১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট। কিন্তু প্রয়োজন ছিল সুষ্ঠুভাবে দেশ শাসনের জন্য ১৯৩৫ সালের ভারতীয় আইনের পরিবর্তন করে নতুন সংবিধান রচনার। তাই ১৯৪৭ সালের ২৮ আগষ্ট স্থায়ী সংবিধান রচনার জন্য একটি ড্রাফটিং কমিটি গঠন করা হয়। যার চেয়ারম্যান ছিলেন ডঃ ভীমরাও রামজি আম্বেদকর। সে বছরই ৪ নভেম্বর কমিটি একটি খসড়া সংবিধান রচনা করে গণপরিষদে জমা দেয়। ২ বছর ১১ মাস ১৮ দিন ধরে গণপরিষদের অধিবেশনে এই খসড়া সংবিধান নিয়ে আলোচনা চলে। তাতে সাধারণেরও প্রবেশাধিকার ও মতামত জানানোর অধিকার ছিল। দীর্ঘ তর্কবিতর্ক ও সংশোধনের পর ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি গণপরিষদের ৩০৮ জন সদস্য চূড়ান্ত সংবিধানের দু'টি হাতে লেখা নথিতে (একটি হিন্দি ও অপরটি ইংরেজিতে) স্বাক্ষর করেন। ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারী ভারতের জাতীয় কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজের সংকল্প ঘোষণা ও গ্রহণ করেছিল। তাই ২৬ জানুয়ারি দিনটিই সংবিধান কার্যকর করার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল। সেই থেকে প্রতি বছর ২৬ জানুয়ারি দিনটি সাধারণতন্ত্র দিবস বা প্রজাতন্ত্র দিবস হিসাবে পালিত হয়।

ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রথম প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে (২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫০) জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অভিবাদন গ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ বিশেষ অতিথি ছিলেন। বর্তমান বৎসরে (২৬শে জানুয়ারী, ২০১৭) বিশেষ অতিথি ছিলেন সংযুক্ত আরব আমিরশাহির যুবরাজ মহম্মদ বিন জৈদ আল নাহিয়ান।

ভারতীয় সংবিধানের জনক ডঃ বি. আর আম্বেদকরকে ১৯৯০ সালে মরণোত্তর ভারতরত্ন সম্মান প্রদান করা হয়।

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র রূপে গড়ে তুলতে সত্য নিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করছি এবং তার সকল নাগরিক যাতে সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি সম্ভ্রম ও জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি সুনিশ্চিত করে সৌভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলতে; আমাদের গণপরিষদে, আজ ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করছি, বিধিবদ্ধ করছি এবং নিজেদের অর্পন করছি।

(সাপ্তাহিক বর্তমান -২৯ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের লেখা থেকে গৃহীত।)

অমর ২১শে ফেব্রুয়ারী

অশোক রঞ্জন ধর

১৯৪৮ সালে পাকিস্তান ঘোষণা করে যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এই ঘোষণায় পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষী সাধারণ মানুষের মধ্যে গভীর ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬.৪ শতাংশ মানুষ পূর্ব পাকিস্তানে থাকেন। তারা তাদের মুখের ভাষার এই অবমাননা মেনে নিতে পারেনি। ১১ই মার্চ, ১৯৪৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা রাষ্ট্র ভাষা দিবস পালন করে এবং মিছিল করে সমাবেশে মিলিত হয়। মার্চের শেষ দিকে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম গভর্নর জেনারেল মহম্মদ আলি জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তানে আসেন। তিনি ২১ মার্চ, ১৯৪৮ এ ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভায় এবং ২৪ মার্চ, ১৯৪৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ সমাবর্তনে দৃঢ়ভাবে বলেন যে উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। ফলে বাংলা - ভাষার সম মর্যাদার দাবীতে আন্দোলন দ্রুত দানা বেঁধে ওঠে। আন্দোলন দমনে পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে ঢাকা শহরে সমাবেশ মিছিল ইত্যাদি বে-আইনি ঘোষণা করে।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী এই আদেশ অমান্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুসংখ্যক ছাত্র, প্রগতিশীল মানুষ ও রাজনৈতিক কর্মীরা মিলে প্রতিবাদ মিছিল শুরু করে। মিছিলটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে এলে পুলিশ ১৪৪ ধারা ভঙ্গের দায়ে আন্দোলনকারীদের উপর গুলি চালায়। গুলিতে নিহত হন রফিক, সালাম, বরকত সহ আরও অনেকে। সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তান বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

ক্রমবর্ধমান গণআন্দোলন ও প্রতিবাদে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার শেষ পর্যন্ত নতিস্বীকার করে ১৯৫৬ সালে সংবিধান পরিবর্তনের মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি প্রদান করে।

পৃথিবীতে বাংলাদেশই বোধ হয় একমাত্র রাষ্ট্র যেখানে মাতৃভাষাকে এত মান্যতা দেওয়া হয়। ভাষা আন্দোলনই ক্রমে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে ছড়িয়ে পড়ে এবং পরে রক্তক্ষয়ী মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ এর জন্ম হয়।

পরে ইউনেস্কো বাংলা ভাষা আন্দোলন, মানুষের ভাষা এবং কৃষ্টির প্রতি সম্মান জানিয়ে ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ২১শে ফেব্রুয়ারীকে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" রূপে ঘোষণা করে।

ভাষা আন্দোলনের প্রথম কবিতা

কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি

মাহবুব উল আলম চৌধুরী

যারা আমার মাতৃভাষাকে নির্বাসন দিতে চেয়েছে
তাদের জন্য আমি ফাঁসি দাবি করছি।
যাদের আদেশে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে তাদের জন্য
ফাঁসি দাবি করছি।
ফাঁসি দাবি করছি যারা এই মৃতদেহের ওপর দিয়ে
ক্ষমতার আসনে আরোহণ করেছে
সেই বিশ্বাসঘাতকদের জন্যে।
আমি তাদের বিচার দেখতে চাই
খোলা ময়দানে সেই নির্দিষ্ট জায়গাতে
শাস্তিপ্রাপ্তদের গুলিবিদ্ধ অবস্থায়
আমার দেশের মানুষ দেখতে চায়।
ওরা চল্লিশজন কিংবা আরও বেশি
যারা প্রাণ দিয়েছে ওখানে, রসনার রৌদ্রদগ্ধ
কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায়
ভাষার জন্য, মাতৃভাষার জন্য, বাংলার জন্য
যারা প্রাণ দিয়েছে ওখানে
একটি দেশের মহান সংস্কৃতির মর্যাদার জন্য
আলাওলের ঐতিহ্য
কায়কোবাদ, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের
সাহিত্য ও কবিতার জন্য
যারা প্রাণ দিয়েছে ওখানে
পলাশপুরের মকবুল আহমদের
পুঁথির জন্য, রমেশ শীলের গাঁথার জন্য
জসীমউদ্দীনের সোজন বাঁধিয়ার ঘাটের জন্য
যারা প্রাণ দিয়েছে
ভাটিয়ালি বাউল কীর্তন গজল
নজরুলের খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি '
আমার দেশের মাটি'।
হে আমার মৃত ভাইরা,
সেই দিন নিস্তব্ধতার মধ্য থেকে তোমাদের কণ্ঠস্বর
স্বাধীনতার বলিষ্ঠ চিৎকার
ভেসে আসবে
সেইদিন আমাদের দেশের জনতা
খুনি জালিমকে ফাঁসির কাষ্ঠে
ঝুলাবেই ঝুলাবে
তোমাদের আশা অগ্নিশিখার মতো জ্বলবে
প্রতিশোধ এবং বিজয়ের আনন্দে।

চট্টগ্রাম, সন্ধ্যা সাতটা, একুশে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২
(সৌজন্যে-গণশক্তি ২১শে ফেব্রুয়ারী)

২০ জানুয়ারী - ২০১৭ শুক্রবার প্রবীণদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের বিবরণ।

২০ জানুয়ারী ২০১৭ শুক্রবার ১৪৮ পিজিএইচ শাহ রোডস্থিত 'পঞ্চবটি' আবাসনের নিচতলায় বেঙ্গল ল্যাম্প, নর্থরোড, সেন্ট্রাল রোড ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ৭০বছর ও তর্দুদ্ধ প্রবীণ ব্যক্তিদের সম্মাননা জানানোর জন্য বেথুন ইন্সটিটিউট অব জেরিয়াট্রিক্স রিসার্চ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারের উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

শ্রীমতি ঋত্বিকা রায় চৌধুরীর উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন শ্রী পেলব মুখার্জী। সভাপতি তার সংক্ষিপ্ত ভাষণে ২০০৫ সালে জয় ইউনিয়নের উদ্যোগে শ্রদ্ধেয় বিমল চ্যাটার্জীর প্রচেষ্টায় এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহযোগিতায় প্রবীণ ব্যক্তিদের সেবাদানের উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের এই সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। তারপর থেকে প্রবীণদের কল্যাণে বিভিন্ন পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছি। সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গত ১৯ ডিসেম্বর ২০১৫ কাটজুনগর কলোনী কমিটি অফিসে কাটজুনগর ও পোদ্দারনগর অঞ্চলের প্রবীণদের সম্মাননা জানানো হয়। ২৮ জানুয়ারী, ২০১৬ বিক্রমগড় হরিসভা মাঠে বিক্রমগড় ২ নং পোদ্দার নগর এলাকার প্রবীণ ব্যক্তিদের সম্মাননা জানানো হয়। তাছাড়া ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ পোদ্দার পার্ক মিলন সংসদে পোদ্দারপার্ক গভর্নমেন্ট কোয়াটারের প্রবীণ ব্যক্তিদের সম্মাননা জানানো হয়। তারই ধারাবাহিকতা বজায়

রাখার লক্ষ্যে আজ এখানে অত্র এলাকার প্রবীণ ব্যক্তিদের সম্মাননা জানানোর জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আপনারা সকলে মিলে অনুষ্ঠানকে সাফল্য মন্ডিত করুন। তারপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সহ সভাপতি শ্রী রাম রমণ ভট্টাচার্য, শ্রী অম্বর রায় চৌধুরী, শ্রী গৌতম রায় চৌধুরী ও সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র। তারা তাদের সংক্ষিপ্ত ভাষণে সংস্থার কাজকর্মের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। বিশেষ করে প্রবীণ ব্যক্তি সহ সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে আমরা ২টি ক্লিনিক পরিচালনা করি, ১টি রংকল অঞ্চলে ডাঃ নর্মাণ বেথুন ক্লিনিক এবং অন্যটি রায়নগর, বাশদ্রোনীতে তার কথা উল্লেখ করেন। বেথুন ক্লিনিকে ডাক্তারী পরিষেবা দেওয়া সহ স্বল্পমূল্যে ফিজিওথেরাপি করা হয়। আপনাদের সকলের সহযোগিতায় এই কাজ করা সম্ভব হয়েছে। বেথুন ক্লিনিকে ডিজিটাল এক্স-রে মেশিন বসানোর জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। আপনাদের সকলের সহযোগিতা পেলে আশাকরি একাজ করতে আমাদের কোন অসুবিধা হবে না। তারপর শুরু হয় সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান। সভাপতি শ্রী পেলব মুখার্জী, শ্রী বৈষ্ণব নায়েক এর হাতে ফুলের তোড়া, মানপত্র, মেমেন্টো ও মিষ্টির প্যাকেট প্রদানের মাধ্যমে সম্মাননা প্রদানের সূচনা করেন। পরবর্তীতে তিনি কয়েকজনকে সম্মাননা প্রদান করেন। তারপর ধারাবাহিকভাবে একে একে সম্মাননা প্রদান করেন সহ-সভাপতি শ্রী রামরমণ ভট্টাচার্য, শ্রী অম্বর রায়চৌধুরী, শ্রী গৌতম রায় চৌধুরী সম্পাদক - শ্রী দীপেশ মিত্র, সহ-সম্পাদক শ্রী স্নেহাংশু চাকদার, শ্রীমতি উমা সাহা, কোষাধক্ষ শ্রী নারায়ণ ঘোষ, শ্রী নারায়ণ দাস, প্রমুখ। অসুস্থতার জন্য যারা উপস্থিত হতে পারেননি তাদের বাড়ীতে গিয়ে সম্মাননা প্রদান করা হয়। সর্বমোট ৪৪জনকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। যাদের সম্মাননা জানানো হয় তাদের মধ্যে থেকে বক্তব্য রাখেন শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তিনি বেথুন ইন্সটিটিউটের কাজের ভূয়ষী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন বেথুন ইন্সটিটিউটের জন্মলগ্ন থেকে আমি এর সাথে জড়িত ছিলাম। কিন্তু বর্তমানে শারিরীক অসুস্থতার জন্য আমার পক্ষে যাওয়া আসা সম্ভব হয় না। তিনি উপস্থিত সকলকে বেথুনের কাজের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন। সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে বেঙ্গল ল্যাম্প, নর্থরোড, সেন্ট্রাল রোড ও পার্শ্ববর্তী এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও বেথুন ইন্সটিটিউটের কর্মীবৃন্দ ও সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রী গৌতম রায়চৌধুরী।

আমাদের ভাবনায় ডাঃ বিবেক সরকার

প্রশান্ত কুমার ধর।।

পরিবারের বিচক্ষণতায়, নামকরণে সার্থক,
রেখেছে মান ফুটিয়েছে হাসি,
পরিবারের সকলের হৃদয়ে পেয়েছে স্থান,
তাঁর নাম ডাক্তার বিবেক সরকার।

সর্বদা হাস্য মুখ, ধীর স্থির, নিজ মতে দৃঢ়,
বাক্যালাপে মধুর ব্যবহারে ভোরের সূর্যমুখী ফুল,
রোগীর মুখে হাসি ফোটে বিবেক দর্শনে,
কথা শোনে অন্তর দিয়ে, তার ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে।

পরিশুদ্ধ নিষ্ঠাবান, রোগীর মঙ্গলে নিবেদিত প্রাণ,
সকল বিপদে বন্ধু সে, মুশকিল করে আসান,
সর্বগুণের শক্তি দিয়ে এগিয়ে গেছে অনেক দূর,
পেয়েছে স্থান সকলের অন্তরে - অন্তস্থলে।

প্রবীণ জীবনের নানা দিকে ফেলেছ তুমি আলো,
সেই আলোর পথ ধরে এগিয়ে নেবো জীবন তরী,
তুমি থাকবে কান্ডারী মোদের,
শূন্যতায়, শেষ নিঃশ্বাসের সাক্ষী হয়ে।

সমাজের মঙ্গলে বিগলিত তুমি,
অগ্রণী ভূমিকায় সৈনিক,
পালন করো স্বাস্থ্য শিবির, সারা বছর ধরে,
হাসিমুখে ফিরে মানুষ মানবিকতার ভাবনা নিয়ে,

সকলের চেতনা তুমি,
শক্তি যোগাও প্রবীণ মনে,
তোমার অজান্তে সকলে মোরা,
বসিয়েছি তোমায়, হৃদয় মাঝে 'মানব প্রেমীরূপে'

সম্পাদকীয়

প্রিয় সাথী ও বন্ধুগণ আশা করি পরিবার পরিজন সহ কুশলে আছেন। গত ৩০ দিনে আমরা জাতীয় জীবনে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিন পেরিয়ে এসেছি। যেমন ২৩শে জানুয়ারী দেশনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১২১তম জন্ম দিন। ঐ দিনটি দেশপ্রেম দিবস রূপে পালিত হয়েছে। ২৬শে জানুয়ারী পালিত হলো প্রজাতন্ত্র দিবস। ৩০শে জানুয়ারী জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু দিবস পালিত হল শহীদদের স্মরণ করে।

গত ১লা ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ হয়েছে, অর্থনীতির পন্ডিতদের মধ্যে চলছে পক্ষে ও বিপক্ষে আলোচনা। কিন্তু আমরা আম জনতা, বিমুদ্রাকরণের তিন মাস পরেও ভাল দিনের নাগাল পাইনি। তাবে বাজেটে আয়করের কিছুটা ছাড় ও প্রবীণদের জন্য দুইটি নূতন প্রকল্প ঘোষিত হয়েছে,

১। স্বাস্থ্য প্রকল্প ঘোষিত হয়েছে।

২। ৮ শতাংশ সুদে ১০ বছরের পেনশন যোজনা।

ইতিমধ্যে আমাদের রাজ্য বাজেট ও পেশ হয়েছে। আশা করছি এই দুই বাজেটের সুফলে আমরা আগামী ১ বৎসর ধরে ভোগ করব।

শীতের শেষ। বসন্ত সমাগমে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। সাবধানে থাকবেন প্রয়োজনে আমাদের চিকিৎসা কেন্দ্রের সাহায্য নেবেন।

আসুন সবাই মিলে
আনন্দে থাকি।

বিজ্ঞপ্তি

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আগামী ২৫শে ফেব্রুয়ারী ২০১৭ সংস্থার কার্যালয়ের দ্বিতলে বিমল চ্যাটার্জী সভাগৃহে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে আপনাদের উপস্থিতি একান্ত কাম্য।

ধন্যবাদান্তে
পেলব মুখার্জী
সভাপতি

বিজ্ঞপ্তি

৩ মার্চ ডাঃ নর্মাণ বেথুনের জন্মদিন ও ১৩ মার্চ সংস্থার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী দিবস। উভয় দিনকে স্মরণ করে আগামী ১৪মার্চ ২০১৭ সংস্থার দ্বিতলে বিমল চ্যাটার্জী সভাগৃহে বিকাল ৫টায় একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। উক্ত অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলের উপস্থিতি কাম্য।

ধন্যবাদান্তে
পেলব মুখার্জী
সভাপতি

বিজ্ঞপ্তি

ডাঃ নর্মাণ বেথুন ক্লিনিকের সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে আর্থিক সাহার্য্যের আবেদনে আমরা অভূতপূর্ব সারা পেয়েছি। পূর্বে প্রকাশিত দাতাদের পর যারা দান করেছেন তাদের নামের তালিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হল।

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা	টাকা
		পূর্বে প্রকাশিত অনুদান	২৭১০৬৮.০০
১৮০)	বিমান রায়	ব্লক - ১০জি-৭ পোদ্দার পার্ক গভঃ কোয়াটার কলিকাতা - ৭০০ ০৪৫	২০০.০০
১৮১)	শ্রী ভবতোষ তফাদার	পি-১৬ কাটজুনগর, কলিকাতা - ৭০০ ০৩২	১০০.০০
১৮২)	শ্রীমতি অলকা মিত্র	১৮৮ /২৪পি. এ. শাহ রোড, কলিকাতা - ৭০০ ০৪৫	১০০.০০
১৮৩)	শ্রীমতি জয়ন্তী রায়	ব্লক - ৬, জি-৫ ও ৬ পোদ্দার পার্ক, গর্ভ. কোয়াটার কলিকাতা - ৭০০ ০৪৫	১০০.০০
১৮৪)	শ্রীমতি সাধনা ব্যানার্জী	পি.জি. এইচ শাহ রোড কোলকাতা - ৭০০ ০৩২	১০০.০০
১৮৫)	শ্রীমতি স্বরূপা গুহ	পি.জি. এইচ শাহ রোড কোলকাতা - ৭০০ ০৩২	১০০.০০

মোট টা. ২,৭১, ৭৬৮.০০

সমস্ত সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের

কাছে আবেদন

'ডাঃ নর্মাণ বেথুন ক্লিনিকে ১৮ই মার্চ আধুনিক সরঞ্জাম সহ একটি ফিজিও থেরাপী কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়েছে। বর্তমানে এক্স-রে ইউনিট সহ প্যাথোলজিক্যাল সেন্টার স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর জন্য ১০ লক্ষ্য টাকা সংগ্রহের একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সকলের সহযোগিতা ও দানে আশাকরি আমাদের এই ভান্ডার পূর্ণ হবে।

Printed by Intergraphics, Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Intergraphics 1/15A, Prince Gulam Md. Road, Kolkata - 700 026 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.
E-mail- bethune.geriatrics@gmail.com.Website : bethunegeriatrics.in